

আল-কাতাইব মিডিয়া ফাউন্ডেশন এর নতুন ভিডিও সিরিজ

# এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করুন!

পর্ব - ১৩

ভাই উবাইদ



‘আল-কাতাইব মিডিয়া ফাউন্ডেশন’ এর নতুন ভিডিও

সিরিজ

এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করুন!

পর্ব - ১৩

ভাই উবাইদ (Ndugu Ubeid)



আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“অর্থঃ তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার”। (সূরা তাওবাহ ৯:৪১)

দীর্ঘদিন ধরে সোমালিয়া সম্পর্কে ভুল তথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মিথ্যুকরা দাবি করছে যে, দেশটি উপজাতীয় এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতে জড়িত। আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলছি - তাদের এই দাবিটি সত্য নয়।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

আপনারা সোমালিয়ায় হিজরত করুন। আসুন এবং কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত ইসলামের সেই প্রকৃত গৌরব উপভোগ করুন। বর্তমানে আমরা কাফিরদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি। আমরা এখানে আমাদের আনসার ভাইদের সাথে আছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের আনসার ভাইয়েরা যে উষ্ণতা ও উদারতা দেখিয়েছেন, তা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের উদারতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা অপরিসীম পরোপকার এবং আত্মত্যাগ দেখিয়েছেন। এমনকি তারা আপনাকে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ দিতেও প্রস্তুত।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

আমি আপনাদেরকে কুফরের দেশ থেকে চলে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। এখানে আসুন, যাতে আমরা আমাদের আনসার ভাইদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ঠিক যেমনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। আমাদের লক্ষ্য একটাই - সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করাই, এখানকার জিহাদের মূল কারণ। সুতরাং এই কথায় প্রতারণিত হবেন না যে - এখানে যা চলছে তা কেবল একটি উপজাতীয় দন্দ। যখন আপনি কুফরের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আসবেন, তখনই আপনি বাস্তবতা দেখতে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন। এই মুহূর্তে, আমরা এখানে আছি। আমাদের অনেক ভাই আমাদের আগে এসে পৌঁছেছেন। তাদের দেখে, আমাদের খুবই আফসোস হচ্ছে যে, আমরাও কেন এখানে আরও আগে আসতে পারলাম না।

প্রিয় ভাইয়েরা,

হিজরতের চেষ্টা করুন। আমরা একসাথে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করবো ইনশা আল্লাহ। জেনে রাখুন, এটা আপনাদের নিজেদের উপকারের জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“অর্থঃ মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পায়ণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়াল্লা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আল-তাহরীম ৬৬:৬)

কুফরের দেশে থেকে আপনি কীভাবে আপনার লোকদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন? সেটি এমন এক জায়গা, যেখানে যুবকদের প্রধান লক্ষ্যই হলো - তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো উপভোগ করা। ধূমপান, মদ্যপান, জুয়া, খেলাধুলা, অমথা কাজে সময় নষ্ট করা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেখানে এমন এক জীবনব্যবস্থা কার্যকর, যা

আপনাদেরকে চিরস্থায়ী আখিরাতের চিন্তা করার কোনো সুযোগই দেয় না। শুধু এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত রাখে। অপরদিকে এখানে এসে শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলে প্রকৃত চিরস্থায়ী আনন্দ পাওয়া যাবে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আপনি যখন হিজরত করবেন, তখন আপনি ইসলামের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করবেন। জেনে রাখুন, ইসলাম রক্ষায় আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কিছু দাঁত হারিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি ইসলামকে রক্ষা করার জন্য অসংখ্য পরীক্ষা এবং ক্লেশের মুখোমুখি হয়েছেন। সেখানে এটা দুঃখজনক যে আজ আমরা তাগুত শাসকদের কাছে সাহায্য চাইছি এই ভেবে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে।

প্রকৃত সত্য হল - তারা আমাদেরকে সাহায্য করার পরিবর্তে কাফিরদের পক্ষ নিয়ে আমাদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। আমাদের অধিকার লঙ্ঘন করে আবার আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে। এখানে এমন একটি বিপরীত পরিবেশ বিদ্যমান, যেখানে প্রত্যেকেই তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আল্লাহর কসম! সোমালিয়া একটি রহমত ও বরকতপূর্ণ দেশ। যখন আপনি আসবেন এবং নিজের চোখে দেখবেন, তখনই আমি আপনাকে যা যা বলছি, তা বিশ্বাস করবেন।

আমি আপনাদের মাঝেই ছিলাম। আমাদেরকেও যখন এই বিষয়গুলো বলা হয়েছিল, তখন আমরা এটাকে রসিকতাই ভাবতাম। কিন্তু যখন আল্লাহ আমাকে এই দেশে আসার এবং এখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন, তখন আমি বাস্তবতা দেখেছি।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

আমার সাথে আপনারা নেই, এটা সত্যিই আমাকে কষ্ট দেয়। আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমতা দিতেন তবে আমি আপনাদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসতাম। তখন আপনারা নিজেরাই বাস্তবতা পরিস্থিতি দেখতে পেতেন। সোমালিয়া সম্পর্কে মিডিয়াতে যা দেখানো হয়েছে, তা নির্জলা মিথ্যা অপবাদ।

অতএব আপনাদের প্রতি আমার পরামর্শ হল - হিজরত করুন। জেনে রাখুন, ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের ভাইয়েরা সর্বত্র নির্যাতিত হচ্ছে। আমাদের আলেমরা কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

হ্যাঁ, আমাদের চারপাশে এসব ঘটনা-ই ঘটছে। আর আমরা কাফেরদের দেশে অবস্থান করেই সম্ভব এই ভেবে যে, তারা এভাবে তাদের ধর্ম রক্ষা করতে পারবে(!)।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আসুন হিজরত করি। এরপর আল্লাহ আমাদের শক্তি দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের হিজরত এমন একটি উপলক্ষ হয়ে উঠতে পারে, যা পরবর্তীতে আমাদের শহরগুলোকে স্বাধীন করার ক্ষমতা দিবে।

আমরা এখনও কাফেরদের দেশে অপমানকর জীবন-যাপন করছি এই ভেবে যে, কাফেররা আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে। কাফিররা আপনার অধিকার কখনোই ফিরিয়ে দিবে না। বরং সে আপনার উপর নিত্যনতুন অত্যাচার চালিয়ে যাবে, কারণ সে জানে আপনি পাল্টা জবাব দিবেন না।

আসুন এবং অস্ত্র ধারণ ধরুন। এটিই গৌরব ফিরিয়ে আনার একমাত্র মাধ্যম। অস্ত্র হাতে তুলে নিলে কোন কাফির আর আপনার উপর অত্যাচার করবে না। বরং প্রথমেই পলায়ন করবে।

আর এর বিপরীতটি হল, আপনি কুফরের দেশে পড়ে থেকে রিজিকের পিছনে ছুটতে থাকলেন। আর বাদবাকি সবকিছু আল্লাহর জিস্মায় এই আশায় ছেড়ে দিলেন যে, বাকি সবকিছুর দেখভাল আল্লাহ করবেন!!

এটি একটি মিথ্যা স্বপ্ন। আপনাকে প্রথমে আপনার কাছে থাকা উপায় এবং শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তারপর আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

হিজরত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি আমাদের দ্বীনের নির্দেশিত আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ইসলামকে শক্তিশালী করতে পারেন।

যদি দ্বীনের প্রতি আপনার আগ্রহ ও আবেগ থাকে তাহলে হিজরত করুন। এর দ্বারা আপনি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত সংগ্রহ করতে পারবেন। এটি এমন নেয়ামত যা আপনাকে সরাসরি উপকার করবে কিংবা যারা আপনার পরে আসবে তাদের উপকৃত করবে।

সোমালিয়া আসলেই আপনি মারা যাবেন - এটা বিশ্বাস করে প্রতারণিত হবেন না। কারণ আপনি যেখানেই থাকুন না কেন মৃত্যু অনিবার্যভাবে আপনার কাছে আসবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনার মৃত্যু কীভাবে হলো?

কল্পনা করুন - আপনি মাতাল অবস্থায় বা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বা সুদের অর্থে কোন কিছু খাবার সময় মারা যাচ্ছেন। এই মৃত্যুকে এমন একজনের মৃত্যুর সাথে তুলনা করুন যে এমন সং অবস্থায় মারা যায় যে তার প্রভু তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাই তাকে পরকালে অনন্ত আনন্দ দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

হিজরত করুন। দু'টোর একটি নিয়ামত অবশ্যই পাবেন। যদি মারা যান, তাহলে আপনি শহীদ হবেন ও জন্মাত পাবেন। আর যদি আল্লাহর শত্রুকে পরাস্ত করেন তাহলে আপনি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

আজ আমরা সোমালিয়ায় আছি। আমরা কাফিরদের এবং যারা তাদের সাহায্য করে, যদিও তারা নামে মাত্র 'মুসলিম' - তাদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছি।

প্রিয় ভাইয়েরা,

যে অবস্থায় আপনি এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং যে অবস্থায় আপনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন তা নিয়ে চিন্তা করুন। আপনি এই পৃথিবীতে ভাল অবস্থায় এসেছেন। কিন্তু আপনি কি একই অবস্থায় থাকবেন নাকি আপনি খারাপ অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন?

সর্বদা মনে রাখবেন - আপনি আল্লাহর সাথে শপথ নিয়েছেন যে, আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন এবং তাঁর ইবাদত করবেন। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“অর্থঃ আমি (আল্লাহ) জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।” (সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬)

কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন? কেন আপনি তাগুত শাসনের অধীনে আল্লাহর ইবাদতে সন্তুষ্ট? অথচ আমাদের সংবিধান হিসেবে কুরআন রয়েছে।

আজ মুসলিমদের মধ্যে যখনই কোন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন তারা সমাধানের জন্য কাফেরদের আইনের দিকে ছুটছে। এটা খুবই দুঃখজনক। অথচ আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ

“অর্থঃ যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্যেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।” (সূরা নিসা: ৪:৫৯)

এই অপমান আমরা কতদিন সহ্য করবো? সময় এসেছে কাফেরদের জমি ত্যাগ করার।

আমি তরুণদের বলতে চাই - আমাদের পতনের একটি প্রধান কারণ হল তথাকথিত ‘রাজনীতি’ নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা। জীবনের মূল লক্ষ্যগুলো বুঝা থেকে রাজনীতি আমাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। জেনে রাখুন, এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আমরা শেষ পর্যন্ত মারা যাব এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে।

আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে – আমরা কি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছি? যদি আমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর হয় ‘না’, তবে

জেনে রাখুন, আমাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে। আল্লাহ জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

“অর্থঃ এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আশ্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী”। (সূরা আন-নিসা ৪:৫৬)

এই পৃথিবীর আগুন নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন। মাত্র এক মিনিটের জন্য এই আগুনে আপনার হাত রাখার চেষ্টা করুন। আপনি সাথে সাথে আপনার হাত সরিয়ে নেবেন। যদি এই দুনিয়ার আগুনের ক্ষেত্রে অবস্থা এই হয়, তবে আল্লাহর আগুনের ক্ষেত্রে কী হবে?

প্রিয় ভাই,

হিজরত করুন এবং জেনে নিন হিজরত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিজরতের ফজিলত হিসেবে যা পাবেন, তা হল আপনার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদি আল্লাহ আপনাকে শাহাদাত দান করেন, তাহলে আপনি আপনার ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন। আপনি এর চেয়ে বেশি আর কি চান?

কাফের নেতা এবং তাদের সরকার ব্যবস্থা দ্বারা প্রতারণিত হবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একমাত্র আইন প্রণয়নের মালিক।

أَلَا إِنَّ جَزَبَ اللَّهِ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ

“অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।” (আল-মুজাদালা ৫৮:২২)

প্রিয় ভাইয়েরা,

সোজা এবং আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে বেছে নিন, আপনি কোন দলের সাথে থাকবেন। প্রত্যেককে নিজের জন্য নিজের পথ পছন্দ করতে দিন। কারণ মানুষ তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

জেনে রাখুন, আল্লাহ বলেছেন, কেউ অন্যের হিসাব বহন করবে না। বরং প্রত্যেকেই তার নিজের হিসাব বহন করবে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

হিজরত করুন এবং সোমালিয়ায় আসুন। আপনার ধর্ম রক্ষা করুন। নিজেকে এবং মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। অন্যথায় আপনি অপ্রত্যাশিত পরিণতি ভোগ করবেন (এখানে এবং পরকালে)।

### শাইখ আবুদ রগো রহিমাহুল্লাহঃ

আমাদের অবশ্যই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি আমরা এখানে তা করতে না পারি, তবে এমন এলাকার স্বাক্ষর করতে হবে যেখানকার মুসলিমরা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে।

এটাই সেই সত্য দ্বীন, যাকে দিনের পর দিন 'সন্ত্রাসবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী না। বরং তাড়াই সেই মুজাহিদ্দীন যারা আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাতে চান। তারা সৌদিআরবের মতো নকল পতাকা নয়, বরং “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর সত্যিকার পতাকা উত্তোলন করতে চান। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামদের সুন্নাহ অনুসারে সত্যিকার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পতাকা উত্তোলন করতে চায়।

জেনে রাখো, এই পতাকা প্রতিষ্ঠিত হবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাফেরদের এই ক্ষমতা নেই যে, তারা মুসলিমদের সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিবে। কাফেরদের উপর মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ২০০১ সালে মুসলিম ভূমির উপর আমেরিকার হিংস্র আক্রমণ দেখে অনেক মুসলমান হতচকিত হয় এবং মানসিক পরাজয়ের শিকার হয়। অথচ, আজ আমেরিকা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে আর ইসলাম শক্তিশালী হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে নতুন নতুন জিহাদি ফ্রন্টের আবির্ভাব ঘটছে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

জেনে রাখো, ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্যতম একটি ভিত্তি হচ্ছে - আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা। কাফের-মুশরিকরা এটি সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। সুতরাং কাফেরদের ইচ্ছার বিপক্ষে আমাদের অস্ত্র তুলে নিতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে। সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে।

\*\*\*\*\*